কক্সবাজারে সন্ধ্যা

BANGLADARSHAN.COM

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কক্সবাজারে সন্ধ্যা

চাকমার পাহাড়ি বস্তি, বুদ্ধমন্দিরের চূড়া ছুঁয়ে
ডাকহরকরা চাঁদ মেঘের পল্লীর ঘরে ঘরে
শুভেচ্ছা জানাতে যায়, কেঁদে ফেরে ঘণ্টার রোদন
চারদিকে। বাঁশের ঘরে ফালা ফালা দোচোয়ানি চাঁদ–
পূর্ণিমার বৌদ্ধ চাঁদ, চাকমার মুখশ্রীমাখা চাঁদ!

নতুন নির্মিত বাড়ি সমুদ্রের জলে ঝুঁকে আছে।
প্রতিষ্ঠাবেষ্টিত ঝাউ, কাজুবাদামের গাছ, বালু
গোটাদিন তেতেপুড়ে, শীতলে নিষ্ক্রান্ত হবে ব'লে
বাতাসের ভিক্ষাপ্রার্থী! জল সরে গেছে বহুদূর।
নীলাভ মসলিন নিয়ে বহুদূরে বঙ্গোপসাগর
আজ, এই সন্ধ্যাবেলা।

ব্ল্যাকডগ মধ্যিখানে নিয়ে দুই কবির কৈশোর
দুটি রাঙা পদছাপ মেলানোর তদবিরে ব্যাকুল–
ব্যর্থ আলোচনা করে, গানের সুড়ঙ্গে ঢুকে প'ড়ে,
স্বর্ণাক্ষর বর্ণমালা নিয়ে লোফালুফি করে তীরে!
রূপচাঁদা পড়ে জালে, খোলামকুচির মতো খেদ
রঙিন কাঁকড়ার স্তূপ সংঘ ভেঙে ছড়ায় মাদুরে
একা একা। উপকূলে।

বুদ্ধমূর্ণিমার চাঁদ কক্সবাজারের কনে-দেখা-
আলোয় বিভ্রান্ত আজ। অধিকন্তু, ভরসন্ধেবেলা!

১৯ জুলাই ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নের ভিতরে একই মুখ

স্বপ্নের ভিতরে কেন একই মুখ নড়াচড়া করে?

তবে কি আমার কাঠে শাদাপিঁপড়ে করেছে জটলা–
ঘুণপোকা গুণছুঁচ দাঁতে ফুঁড়ে ক্ষত ও বিক্ষত
মেধা, দেহকোষ আর ঝাঁঝরা করে বুকের কপাট
হাট বসে গেছে এই কাঠের চালুনি দেখতে, মেয়ে!

স্বপ্নের ভিতরে আজই একমুখ নড়াচড়া করে–
কেন? তা কি জানা যায়? অন্তত একাংশ জানা গেলে
পরবর্তী তৈরি করে নেওয়া যেতো বিশ্লেষণ দিয়ে–
ছোবল কোথায় শুরু, বিষস্রোত ধমনী-ধারায়,
কী খাতে বহতা আর কোন্ অংশে সমুদ্রের গতি!
এইসব দেখেশুনে স্বপ্নের ভিতরে মুখগুলি,
পুরাতন মুখগুলি একই বৃত্তে ঘোরাফেরা করে।
মন-মন কাজে ঝাঁঝরা করে দেয় মানুষের কাঠ–
করিৎকর্মার দল, জানে না হৃদয় কোথা আছে
লুকোনো, গুদামঘরে চাবি ও কুলুপ ছাড়া একা,
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হৃদয় এখনো বেঁচে আছে!

অদরকার প্রত্যেকে জানানো...
স্বপ্নের ভিতরে সেই মুখ আজো ঘোরাফেরা করে।
গুদামের সামনে এলে কিছুতেই ফেরানো যেতো না
তাকে, ভাগ্যে, আসেনি সে। না, আমার শান্ত বিবেচনা!

৯ আগস্ট ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

এখন গুহায়

বিক্ষুব্ধ কাগুজে বাঘ এখন গুহায়!
গুটিসুটি কেন্নো হয়ে শুয়েছে একপাশে,
গুহামুখে বাঁশপাতা রোদ্দুরের ফালি,
তাছাড়া সমস্ত কালো কালি দিয়ে মোড়া।

একজোড়া চিতলে গাঁথা সন্তানের চোখ!
আদর, সম্ভ্রম, ভয়–তিন বাট্‌না মিশিয়ে
গুহার সুমুখে আসে, ডাকলে সরে যায়
তৎক্ষণাৎ।

কল্পশেকলের কাঠি খোলে,
খবরকাগজে তার পদচ্ছাপ রীতিমতো দোলে,
ভয় পায় তৎপরতা দেখে।
সবুজ কাঁথার মধ্যে হলুদ গুনছুঁচ
কীভাবে ফোঁড়ের পর ফোঁড় তুলে গেছে,
একদিন!

ইচ্ছে, নিমজোড়ে রাখা কলসের ফাঁদে
শালিক বাঁধুক বাসা।
তুলো লোম দেবো,
বুড়ো ঘাস, খড়খুটো পর্যাপ্ত রয়েছে।
যতটুকু পারে নিক, লুটেপুটে নিক–
শিশুদের জন্ম দিতে সবাই পারে না।
পারে না বাড়াতে তাকে মানুষের মতো,
প্রশ্নাতীত।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

আশ্চর্য নতুনভাবে দেখা হয়েছিলো

কবরখানার থেকে হিমঘুম জাপটেছে সড়ক।
এখন দুপুর, রোদ-জ্বালা ধুন্ধুমার কাণ্ড করে
পিছলে যায় ট্যাক্সি-গাড়ি, চোখ মুদেছিনু কেন ভুলে?
খুলে হাহাকার, ওকে বাম থেকে ডানে যেতে দেখি,
হঠাৎ সুমুখ দিয়ে পার হয়ে ওপারে সারস
চোখ তুলে, তন্মুহূর্তে দৃষ্টি রাখে পথের উপর
সন্তর্পণ, গ্রাহ্যাগ্রাহ্য মনে করে গাড়ির ভিতরে,
কিশোর সিঁড়ির দিকে ধেয়ে যাই নেবুবাগানের
গলিতে, গালের ’পরে গন্ধ পাই দুধের সরের
দু আঙুলে ঘষে তোলো রাতের আলস্য, নাকি ঘোর
ঘুমের, স্বপ্নের মোম! তুলে ফেলো অবিমৃষ্যকারী
হাওয়া, যা তোমাকে ছোঁয়, সেবার সকালে ছুঁয়েছিলো।
তারপর দীর্ঘদিন গেছে।
বালুর উপরে এসে দাগ রেখে জলের বছর
এখানে-ওখানে গেছে। মধ্যবর্তী দূরত্ব বেড়েছে।
ক্ষতি নেই। দেখা হয়েছিলো।
আশ্চর্য নতুনভাবে দেখা হয়েছিলো বারবার,
মনে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

সংকীর্ণতা

সংকীর্ণতা, এমন কি আকাশেরও আছে।
পাহাড়ের চূড়ে সেই সংকীর্ণতা গাছ,
সংকীর্ণ শিকড় আর কিছু ডালপালা–
স্থূলতার পরিপ্রেক্ষা, আনাচে-কানাচে,
এমনও কি সংকীর্ণতা আকাশের আছে।

সংকীর্ণ মানেই ছোটো, অনাব্য, শিথিল।
উচাটন নয়, শুধু সংকোচনে ভরা।
সংকীর্ণ বাহির নয়, একা ঘর করা,
সংকীর্ণের সঙ্গে আছে প্রণয়েরই মিল!
সংকীর্ণ মানেই ছোটো, অনাব্য, শিথিল।

৪ আগস্ট ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

ঘরে ফেরা

সমুদ্রের তীরে গোটা রাত ধরে চাটাই পেতেছে
কেউ, গোটা রাত ধরে চাটাই পেতেছে।
জলে-নুনে ভিজে গেছে, বরবাদ হয়েছে
চাটাই, পাড়ের থেকে নেমে গেছে জলে।
হারিয়ে গিয়েছে আর ঢেউ-এ গেছে ছিঁড়ে!
মাটি-বালি মেশা সেই চাটায়ে পা ফেলে–
কিছু শিশু হেঁটে গেছে সমুদ্রের দিকে
অবলীলাক্রমে স্নান-সাঁতার সেরেছে,
তারপরে উঠে-হেঁটে ফিরে গেছে ঘরে,
কানের গহ্বরে নীল দাগ নিয়ে, জমা নুন নিয়ে
ঘরে ফিরে গেছে।

এভাবেই সমুদ্রকে ফেলে রেখে যায়
স্থল থেকে যারা আসে, এমনও কি শিশু!

BANGLADARSHAN.COM

গলিতে গজনভী নেই

মাথার চুবড়িতে মেঘ, ঝুরো-ঝুরো মাটির মতন–
অলিগলি পার হয়ে বন্ধ একটি দরজার সুমুখে
দাঁড়াল হঠাৎ এসে, ভোরবেলা, সকালে ঘুমায়।
সন্ত্রস্ত আঙুলে চেপে ধরে ঘণ্টা ঘুমভাঙানিয়া
বাজিয়ে, দু-এক ধাপ নেমে আসে সংক্রান্ত সিঁড়ির
আধো আলো অন্ধকারে।
'গজনভী এখানে থাকে?'
নিরুত্তর মুখ, মাথা নাড়ে।
অথচ ঠিকানা এক, বিবরণও হুবহু মেলে।
তবুও, গজনভী নেই। সত্যবান দরোজা জানালে,
এক চুবড়ি মেঘ নিয়ে নেমে যায় চকিতে মানুষ,
গলিতে গজনভী নেই, অন্যান্য গলিতে খুঁজতে হবে!

BANGLADARSHAN.COM

চতুর্দশী

এখন, শেষের দিনে, কোনোদিনও নির্বোধ করে না
বিবাদ। মানুষ, তুমি ভুলে যাও, অত্যাগসহন,
ছেড়ে দাও ওর কটুকাটব্য কবিতা লক্ষ্য ক'রে...
ও ছিলো পাথরে-জলে ম্রিয়মাণ দেবতার মতো

ক্ষমা করে দাও ওকে, শান্তি দাও, কেননা এখনই
চলে যাবে, মুক্তি দাও, ওর ঘনবন্ধন চারদিকে...
তুমি তো পাথর জল কিছু নও, ও যজ্ঞডুমুর
তুমি তো পাথর জল কিছু নও, ও যজ্ঞডুমুর

সুতো ধরে এসেছিলো ভুলভুলায়, সুতো ধরে গেছে।
ভিতরে জীবন ছিলো, পুষেছিলো পাখি ও প্রতন
একদিন, মানুষের মতো, শুধু চিতা ব'লে গেছে...
ওই একটি শব্দ ছিলো অহরহ, অত্যাগসহন,
চতুর্দশী চাঁদ, তুমি, কথা দাও। করো না বঞ্চনা...
ভালোবাসা, ভিক্ষা, পেতে ওর বড় পরিশ্রম হলো!

BANGLADARSHAN.COM

দীর্ঘদিন পরে তার করস্পর্শ

ভালোবাসা দীর্ঘদিন পরে তার করস্পর্শ করে।

ধুন্ধুমার লেগে যায়, মাংসের ভিতরে ছুঁচ ফোটে,
শিরায় বারুদ ঢেলে তরপরে করেছে চুম্বন
ফুটন্ত রক্তের মধ্যে এবার একমুঠি চাল ঢালো।

ভালোবাসা দীর্ঘদিন পরে তার করস্পর্শ করে।

মেঘের ভিতরে ফাটে মেঘের মাংসের খণ্ডগুলি।
হেমবজ্রপাত হয়, সর্বাংগ্রে চিক্কুর যায় দেখা,
শিকড়ে জড়িয়ে পড়ে এখনো দুজনে কেন একা?
দীর্ঘদিন পরে এই চিতার নিশ্চিন্ত ঘুম থেকে
উঠে-আসা, কাছে-বসা, হাতে-হাত জড়িয়ে অবাক
মূঢ় চেয়ে থাকা, বলা: বৃষ্টি দাও, শুধু মেঘ নয়,
শুধুই উল্লাস নয়, রক্তের ভিতরে ঢালো খেদ,
খরা ও খর্জুর নিয়ে আমি বহু দূর থেকে এসেছি।
মালা দাও, শুকনো হোক, হোক গন্ধহীন, জ্বালাময়ী–
মাথা পেতে নেবো, আর সময়ে ফিরিয়ে দেবো হাতে।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসার পদ্য

যন্ত্রণার মতো দীর্ঘ পথ পড়ে আছে
সম্মুখে অরণ্য যার মধ্যে নেই স্বাধীন চিন্তার
পরিবেশ, গাছ আছে–বিকল্প রয়েছে।

যন্ত্রণার মতো দীর্ঘ পথ পড়ে আছে।

কে জানে কোথায় আছে এলোমেলো মেঘ
আকাশে? কে জানে, কেন হৃদয় হয়েছে
পাথর, কে জানে কেন পাথরের মাঝে
ফুল আছে, কুঁড়ি আছে, শিকড় রয়েছে–

যন্ত্রণার মতো দীর্ঘ পথ আছে পড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

চলে যাই তার কাছে

ভাঙা সিঁড়ি। কে ওপরে যাবে?
দুই আলুথালু ছেলে মূর্তিমান দুটো দশকের
রক্ত নিয়ে, তেজ নিয়ে নিষ্কলুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে
কথা বলে। কার কথা? কথা যেন নিজেরি ভিতরে
কথা, যার মানে নেই, শব্দ—যার অত্যন্ত বন্ধুর
মাঠ আছে। তালদীঘি! আর আছে বৃষ্টি-হয়ে-যাওয়া
খোয়াই

যেখানে যাই, সেখানে সহজে যেতে পারি
তার কাছে, চলে যাই, যেখানে সহজে যেতে পারি।
চলে যাই তার কাছে যেখানে সহজে যেতে পারি
শব্দ যার অত্যন্ত নিষ্ঠুর
মাঠ আছে। গেরস্ত রয়েছে।
চলে যাই।

BANGLADARSHAN.COM

চাঁদ মুক্তি পেলো?

পুরনো বাড়ির আল্‌সে খসানো হয়েছে।
নিচের পাটির দাঁত খুলে নিলে মুখশ্রী তামাম
বদলে যায়, মাড়ির উপরে নকল দাঁতের সারি
অনিবার্যভাবে পুরাতন অনুষঙ্গ আনে না, যা
পলকে বিশ্বস্ত মনে হবে।

নিজের বাড়িটি আজ চেনাই মুশকিল!
গা-গতর চিকণ হয়েছে। নিঃশ্বাস সংযত, শান্ত!
অধিকন্তু, নেয়াপাতি ভুঁড়ি,
দেয়ালের রং কাঁচা হলুদের মতো
প্রাণবন্ত।

এমন ছিলো না।
ছিলো কাস্তে, হাতছাপ, দুস্থ বর্ণমালা আর
পোস্টার, পোস্টার।
রাহু কি সত্যিই মৃত? চাঁদ মুক্তি পেলো?

BANGLADARSHAN.COM

পার হয়ে এসেছি

যৌবন-মাখা শেফালির স্মৃতি
মনে পড়ছে, বারান্দার কোলে উঠোন
উঠোনের কোলভরা শেফালি গাছের নিচে
শাদা, মরা নয়, জোটবদ্ধ হাঁসছানার মতো
পায়ের ডাঁটা হলুদ, পড়ে আছে।

সেই ফুল করতলে তোমার,
ও যৌবনের দিনগুলি!
শাদা-হলুদে মেশা ও যৌবনের দিনগুলি!
তোমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে–
বহুকাল হলো তোমায় পার হয়ে এসেছি।

BANGLADARSHAN.COM

আমার কাছে এসো না

আমার হাত বন্ধ, আমার মুঠিতে রাখা বিষ
আমার কাছে এসো না, দুই মুঠিতে রাখা বিষ
একটি ছিলো দেবার এবং একটি নিজে নেবার
এসো না কাছে, আমার আছে দুহাত ভরা বিষ
ভয়ংকর ভয় দেখাই আমার হাতে বিষ

একদা পরমান্ন ছিলো শকুন খেয়ে গেছে
চুলের মূলে বকুল ছিলো উকুন খেয়ে গেছে
দুহাতে ছিলো রেখার ভার জোছ্ছনার জোছ্ছনার
এখন তার বদলে আছে দুহাতে ভরা বিষ
এসো না কাছে আমার আছে দুহাত ভরা বিষ।

BANGLADARSHAN.COM

বস্তুত সে হারে

হয়তো যাবো, এমনি করেই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যাবো
কষ্টে-গড়া দালানকোঠা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যাবো
বুক ফাটিয়ে সুখ ঘুচিয়ে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যাবো
কিন্তু, কোথায়? নিরুদ্দেশে? অন্য ভুবন ডাঙ্গায়?

গঠনকারী মানুষ আছে নদীর অপর পারে
তার কাজই তো গড়া-গঠন, তার কাজই তো পঠন-পাঠন
তার কাজই সব জয় করা, তাই, বস্তুত সে হারে।

BANGLADARSHAN.COM

শুরু ও শেষের খেলা একই সঙ্গে

অসমসাহসী হাত সোনা রুপো তামার পিছনে
ঘুরে ফেরে দিনরাত, কিছু পেলে পকেটে সাজায়–
শিশুর খেলনা যেন দাবায়, উঠোনে, এককোণে;
এমন নিষ্পাপ করে রাখা তাকে, ভ্রূক্ষেপবিহীন!

সেই একই হাত ছোটে, অন্ধকারে, গর্দানের দিকে
কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো, খরচোখ, নিঃশঙ্ক কদমে।
ভিজে কানি নিংড়ে তাকে জন-প্রাণহীন করে তোলে
তারপর ছুঁড়ে দেয় মান্ধাতার মৃত্যুর গলিতে!

দূরে বাজে হরিধ্বনি, জলে ভাসে ক্ষণিকা বুদ্বুদ,
শুরু ও শেষের খেলা একই সঙ্গে গড়ের ময়দানে–
দেশে দেশে স্বাভাবিক মানুষের পাথরের চোখ
সব কিছু সহ্য করে, সব কিছু মেনে নিতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

পরিত্রাণের জন্য

সুপরিকল্পনা নিয়ে মানুষ জঙ্গলে যেতে চায়।
যায়ও অনেকবার, নতুন সামগ্রী নিয়ে ফেরে;
সামগ্রী সম্পদ নয়, বাহ্যভাবে মূল্যবানও নয়,
শুধু প্রাকৃতিক কিছু, মিছু খুশি অভিজ্ঞতা নিয়ে
মানুষ জঙ্গল থেকে ফিরে আসে শহরে, সভায়!

দীনহীনতার কাছে পরিত্রাণ পেতে হলে যাও–
জঙ্গলে হঠাৎ চলে, একা একা, দোসর না নিয়ে।
আকাশ ছুঁয়েছে গাছ, তার পাশে নিশ্চুপ দাঁড়াও,
বড়োর নিকটে গেলে তুমি ঠিকই পরিত্রাণ পাবে।

BANGLADARSHAN.COM

যাবার সময়

ভেবে দ্যাখো, আর যাবে কিনা?
অত্যন্ত সহজ যাওয়া, শুধু, বুকে হেঁটে...
ভেবে দ্যাখো আর যাবে কিনা–
যাওয়ায় তোমার নেশা ছিলো না বিখ্যাত!
তবে?
যেতে হবে।
বেঁচে, বুঝি থেমে থাকা ভাল?
তুমি না জমকালো ভাবে জীবন আরম্ভ করেছিলে–
একদিন!

BANGLADARSHAN.COM

ডেকে আনো

বাতাস ঘুরপাক খায় নদীতীরে
জঙ্গলের পাশে।
তুলে নেয় ধুলোবালি, অকপট
ঝরা শুকনো পাতা,
সে-সৈন্যসামন্ত নিয়ে
জঙ্গল দখল করে রোজ,
বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ
ঘটে যায় নদীটির তীরে।
কোথাও ক্রন্দন নেই
জয়ধ্বনি সর্বত্র জড়ানো
ভালোবাসা, সমর্পণ
এখানে প্রত্যেকে ডেকে আনো।

BANGLADARSHAN.COM

দুপ্রান্তে দুজন

পাহাড়ের এক পাশে শুয়ে আছে ঘাসের মতন
ছেলেবেলা, মেঘ রোদ। সমীচীনতার দেখা নেই
হঠকারী মেঘ এসে উঁকি দেয় জঙ্গলের ফাঁকে।
বাংলোর বারান্দা থেকে স্মৃতিময় স্থবিরতা ডাকে–
সাড়া দাও, উঠে এসো।–ওঠে না সে। পাথরের মাঝে
প্রতিবেশ থেকে যেন শুনতে পায় বিসর্জন বাজে!

বারান্দা-বন্দর আর এলোমেলো অসতর্ক বেলা–
দুই মেরু-মধ্যে চলে টানা ও পোড়েন নিয়ে খেলা
কে জেতে, কে হারে–এই জঙ্গলে পাহাড়ে রোদে মেঘে,

দুজন মৃন্ময় মূর্তি দুপ্রান্তে রয়েছে নিরুদ্বেগে।

BANGLADARSHAN.COM

একটু থমকে দাঁড়ানো

এখন একটু থমকে দাঁড়ানো দরকার
অনেকদিন হলো বাতাসে ভাসিয়ে গা,
দুপারের বনজঙ্গল টিলাপাথর বাড়িঘর হাপিশ করে,
আপন গোমরে সমুদ্রের দিকে, শুধুই সমুদ্রের দিকে।
অন্তত, এক গণ্ডূষে গোটা দামালপনা হাঁ করে গিলবে
এমন একটি নদী চাই।
ছোটখাটো মাছ-মছলিগুলোকে আপোসে অন্তর্গত করবে
এমন বড়সড় মাছ চাই।
তিমির জন্যে চাই তিমিঙ্গিল!
সবকিছু নিয়ে ভাসার আগে
এখন একটু থমকে দাঁড়ানো দরকার।

BANGLADARSHAN.COM

ঘুমন্ত কেশর নিয়ে

দুধ কেটে গেছে। তাই খণ্ড খণ্ড মেঘের ছানায়
ভোরের আকাশ ভরতি। অন্যদিকে পিত্তির মতন
জলও তরঙ্গহীন। হাসপাতালে আরামকেদারা
যতটুকু দেয়, তার বেশিটাই কাঠ হয়ে ঢোকে
স্থগিত শরীরে-মনে। বাইরে কাপাস, কার্বঙ্কল
বাতিল স্মৃতি ও স্বপ্ন শুষে নিয়ে চৌকাঠের পাশে।
নার্স নথিপত্র নিয়ে খুট্‌খুটিয়ে ঘরে চলে আসে–
বুক দ্যাখে, পিঠ দ্যাখে, ভ্রূক্ষেপ করে না গর্তগুলি,
যা শুধু মানুষে খোঁড়া, আগাগোড়া জিবের শাবলে।
না ব'লে এখান থেকে বেরুনো মুশকিল,
যদি এরকম হতো সংশ্লিষ্ট সংসারে!
শুতে বাধা, বসতে বাধা, সুস্থ থাকতে বাধা,
তার বদলে শুয়ে এই গন্ধের ভিতরে আলুথালু
ঘুমন্ত কেশর নিয়ে ছেলেখেলা করাও সম্ভব!

BANGLADARSHAN.COM

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

হারানো প্রবাস

বৃষ্টির সারল্যে মন বাঁধা পড়ে আছে।
কবিতার গাছে গাছে ফোটে যুক্তিফুল,
অলস ঝরনে ঝরে বেগুনি জারুল
পথে পথে।

শোকযাত্রা চলেছে দক্ষিণে।
অনাদি গঙ্গার খালে পুণ্যবান জল,
কচুরিপানার দান বুকে নিয়ে চলে।
ভিখারি অক্লেশে নেয় প্রয়াত কম্বল
গায়ে টেনে।
জেনে ও না জেনে
খর্বুটে ও খড়ি-ওঠা গায়ে জাগে রোম।

BANGLADARSHAN.COM

হাঁ করে জলের বাড়ি খেয়ে চারা ধান
যেভাবে বাদায় জাগে,
সেভাবেই হাড়ে জাগে ঘাস।
বৃষ্টির সারল্যে ঠিকে বুঝ্ পায় হারানো প্রবাস
আমাদেরও।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

দোষ নেই অনাক্রমণে

ভিতরের দুটি বাহু কাঙাল কাঁকড়ার মতো খোলা।
নদীকে চেয়েছো তুমি? পাঁক চাও? পতঙ্গও চাও?
এতো কিছু নিয়ে তুমি সিন্দুক ভরাবে!
তারপর চলে যাবে একা
গর্তে, গুহার টান তোমাকে মানায়?

ভেবে দ্যাখো, তার বদলে তোমার খোলায়
কতো নুন জমা হতো, ইলিঠিলি পোকা।
হোক বোকা, বোকা তো পাথরও!
পরতে-পরতে রেখে হয়নি কাতর ও
কোনোদিন।
শুধু রেখে গেছে,
রেখে-ঢেকে হয়েছে সন্ন্যাসী!
কিছুই চায় না, শুধু
থেকে যেতে চায়।

থাকায় তো দোষ নেই,
অনাক্রমণে!

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

দাঁড়াবার জায়গা

[বাচ্চুদার স্মৃতি]

সেভাবে জড়াতে নেই, জড়ানোর অনবদ্য ঠাম
ছিলো, ঠাম আছে। সে তো লতা, কথার মতন;
প্রাসঙ্গিক বড়ো গাছ পেলে তবে নিজেকে জড়ায়।
না পেলে লুণ্ঠন ভুঁয়ে, চুঁয়ে চুঁয়ে রসপাত করা
ধুলোর উপর, যাতে অন্য শিকড়ের কাজে লাগে।
এভাবে তোমাকে মাটি পেয়েছিলো, গাছ পেয়েছিলো,
আকাশ-বাতাস ভরে দিয়েছিলে সুঘ্রাণে, সঙ্গীতে–
যতোদিন বেঁচেছিলে, দাঁড়াবার জায়গা খুঁজেছিলে
মানুষের মতো। ঐ তামাটে ভাস্কর্যে চোখ ধেঁধে
ছিন্নমূল বোধ নিয়ে কাতর হাঁসের পাখাগুলি
উড়ে গিয়েছিলো একা। জঙ্গলে গুলির শব্দ হলে
মানুষের, পালকের, পাতাদেরও পরিত্রাণ নেই–
একথা জেনেই তুমি রবীন্দ্রনাথের বাম হাত ধরেছিলে!
পথপ্রদর্শক হাত নিয়ে গেছে স্বপ্নলোকে, দূরে।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

সমুদ্রে-জঙ্গলে

দুদিনের জন্যে শুধু জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া যায়?
যায় না বলেই আমি হাতে রেখে মাস ও বৎসর
একাকী জঙ্গলে যাই, কখনো বহুর সঙ্গে যাই।
দুদিনের জন্য গেলে জঙ্গলের অপমান হবে–
স্থির জানি।
দু' একদিনের জন্যে নদীতীরে যাওয়া যেতে পারে।
গভীর রহস্য নেই, চলমান জল খেলা করে,
বিমূঢ় করে না মন জঙ্গলের মতো
ভাসায়, ভাসিয়ে নেয় সমুদ্রের দিকে,
গভীর রহস্যময় সমুদ্রের দিকে।

BANGLADARSHAN.COM

যেতেই হবে চলে

একটি দিন ফুরোলে ভয় করে
একটি পাতার মতন ঝরে যাওয়া।
কিছুই নয়, তেমন কিছু নয়...
শুধুই পাতা ঝরিয়ে গেলো হাওয়া।
একটি রাত ফুরিয়ে গেলে ভয়,
ভোরের হাতে ফুটতে হবে ব'লে
ফুলের মতো মধুর পরাজয়...
যেতেই হবে চলে।

BANGLADARSHAN.COM

উনুনের পাশে

গরম উনুন নিয়ে শুয়ে আছে প্রকৃত বেড়াল।
থাবায় স্থাপিত মুখ, চোখ খোলে, চোখ বন্ধ করে–
বিপুল আরাম যেন গোল হয়ে বলের মতন
পড়ে আছে। রান্নাঘরে এ বেলার কাজকর্ম শেষ।

এমন নিরীহ মুখ, রূপবান টাকার মতন
আঁচলের গিঁঠ খুলে পড়ে গেছে উনুনের পাশে।
বেড়াল টাকার মুখ নিয়ে শুয়ে রয়েছে ঘুমে
ভিতরে, কখনো জাগে, আবার ঘুমোয়, জাগে ফের।

BANGLADARSHAN.COM

স্মারক, মনোভূমি

বাগান ছিলো মুক্তোদাঁতের হাসি
বাগান যেন সুষমা পরকীয়া,
বাগান ছিলো বীজের আঁতুড়ঘর,
বাগান যেন ক্ষণজীবীর বাঁশি।

বাগান বাঁচে জড়িয়ে ধ'রে ঘর,
বাগান দেখো বৃষ্টি হবার পর।
বাগান দেখো রোদের কশাঘাতে,
বাগান দেখো দিনের আলোয়, রাতে।

এবং বাগান দেখো অতঃপর,
ঘরের পাশে পুরনো ডাকঘর।
অমল, কেন হারিয়ে গেলে তুমি?
বাগান তার স্মারক, মনোভূমি।

BANGLADARSHAN.COM

কোন্ আলস্যে

জঙ্গলেতে দমকা হাওয়ার মাঝবরাবর
আকুল যতো শুকনো পাতা উড়তেছিলো।
বুকের ভিতর জব্দ হৃদয় পুড়তেছিলো,
জঙ্গলেতে দমকা হাওয়ার মাঝবরাবর।

হিমজড়ানো পাহাড়তলির গ্রামের মতন
এখন আমার ইচ্ছে শুধুই নীরবতা।
পথের পাশের কুকুর লুকোয় লেজ সযতন,
পাহাড়তলির গ্রামের মতন নীরবতা।

কুলকুচুনোর একফালি রোদ পড়লো এসে
হিমজড়ানো পাহাড়তলির বুকের উপর।
দুধের মুখে সরের মতন উঠলো ভেসে
উপর্যুপর
সোনার মাছি কোন্ আলস্যে জড়ালো পা!

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

দেখা দাও, হাত ধরো

স্বপ্নের বিপন্ন জলে আপার ডেকের ধারে এসে দাঁড়িয়েছো,
মুখশ্রী সিঁদুরে এলোমেলো করে এসে দাঁড়িয়েছো,
সকালে উঠেই তীব্র রোদ্দুরের মতো বাস্তবতা–
রাতের স্বপ্নের কাঠচাঁপার মতন উঠোনে শ্যাওলার নীল পরিপ্রেক্ষিত
জুড়েপড়ে আছে, দেখে কষ্ট পাই।

স্বপ্নের ভিতরে লোভ গাছের ডগার মতো ফনফনিয়ে বাড়ে,
এদিক ওদিক করে বাতাসের নম্র আলিঙ্গনে
দেয়ালের কাছাকাছি আরো গাছপালার সংসারে
একটি অচেনা ঘাসগুচ্ছে তাজা স্মরণীয় ফুল
হলুদে-সিঁদুরে মিশে আপার ডেকের ধারে এসে দাঁড়িয়েছো।

একাকী দাঁড়াতে পারে? অন্য কারো সাহায্য লাগে না?
কঞ্চির ঠেকনোয় তার ঋজুতা মানাতো,
গভীর গভীরতর করে দিতো তাকে
কিন্তু, আমি তীরে এসে দাঁড়িয়েছি স্বপ্নের ভিতরে
স্বপ্নের ভিতরে তুমি হাত নেড়ে জানাও বিদায়।

প্রকৃত কি চলে-যাওয়া? ঘরে ফেরা নয়!
এমনও তো হতে পারে তুমি ফিরে এসে!
প্রবাসে সুখের মধ্যে হাঁসের সাঁতার
দিয়ে দীর্ঘদিন পরে ফিরে এলে ঘরে,
আদরে আদরে তুমি আমায় উচ্ছন্ন
করবে বলে ফিরে এলে স্বপ্নের ভিতরে,
স্বপ্নের ভিতরে রক্তক্ষরণের মতো প্রেম সঙ্গে নিয়ে এলে
দুহাতে সমস্ত দেবে ভেবে আমি দুহাত পেতেছি
দুটি ঠোঁট দীর্ঘদিন বৃষ্টির ফোঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়নি বলে
দু ঠোঁট পেতেছি।

অন্তত স্বপ্নে ও ঘুমে তোমার মুখের গন্ধে বুক ভরে নিতে
পায়ে পায়ে কোন্ ঘোরে এসে দাঁড়িয়েছি।

BANGLADARSHAN.COM

দেখা দাও, হাত ধরো, যেভাবে একদিন
ঘুমের ভিতর থেকে তুলে নিয়েছিলে।
সর্বাঙ্গ ব্যথিয়ে টান লেগেছিলো বুকে,
কী সুখে বিষম জ্বরে তোমার প্রশ্রয়ে
বেশ কিছু তুলো-তুলো দিনরাত কেটে গিয়েছিলো!

মনে পড়ে প্রবাসিনী, আজ ফিরে এলে?

তোমার মুখের হাসি ঝর্নার জলের মতো পাথরে পড়েছে,
যাবার বেদনা তাতে নেই এককণা–
বিচ্ছেদের ভয় নেই স্বপ্নের মিলনে।
স্বপ্নের বিপন্ন জলে আপার ডেকের ধারে এসে দাঁড়িয়েছো,
মুখশ্রী সিঁদুরে এলোমেলো করে এসে দাঁড়িয়েছো,
স্বপ্নের ভিতরে, ঘুমে তোমার সর্বস্ব পাই অন্তত একবার
দেখা দাও, চোখ ভরে দেখি!

BANGLADARSHAN.COM

দোপাটি

ভালোবাসার ভিতর ভেজাল দিলে কাঁকর চালের মধ্যে
যেভাবে দেয় অপ্রত্যক্ষ
সেভাবে ঠিক হয় না দেওয়া লঙ্কাবাটা তরুণ পদ্যে
ছন্দে মিলে কথায় দক্ষ!

তথৈবচ হ্রদের পাশে নিত্য আসে চাতকপক্ষী
কিন্তু, অমন জল রোচে না!
মেঘের মাথায় ডাঙশ মেরে রোদের বোধের দুয়াররক্ষী
সাশ্রু চোখের কোল মোছে না।

–কেবল–সরক জলকে নামে
অপহ্নুতি মানায় না হে, শকট আমার বললে থামে।
এক অগোচর লুকিয়ে থাকে–ভালোবাসার পাটের কাঠি–
চমৎকারা ফুল দোপাটি!

৮ আগস্ট ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

প্রিয় কবি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী

[বেলালের জন্যে]

কতোখানি ভালোবাসা না পেলে স্বদেশ ছেড়ে যাবে?
আঁক কষে দেখেছো কি, কতোভাবে হৃদয় ফুরাবে?
করতল উলটে দিলে ভাগ্য হবে শূন্যতামণ্ডিত,
মস্তক এপ্রান্তে থাকবে, দেহ হবে দ্বিধা, দ্বিখণ্ডিত!
তারপর, ভালোবাসা ভরে নেবে দরবেশ-ঝুলিতে।
যা পাবে না তার জন্যে শিল্পসুখ রঙে ও তুলিতে–
প্রতিষ্ঠিত প্রাণ পাবে, চলে যাবে, বসে থাকা নয়।
রসেবশে থাকা মানে, হৃদয়ের দীর্ঘ অপচয়–
কতোখানি ভালোবাসা না পেলে স্বদেশ ছেড়ে যাবে
প্রিয় কবি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী!

৮ আগস্ট ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

বাস্তবতার ন’টি পংক্তি

অপ্রকৃত স্বপ্নে দেখা
একা একাই স্বপ্নে দেখা
একটি অংশ চাইছে পোড়ে,
অন্যটি চায় মাটি ঢাকা!
কালো কলুষ মাটি ঢাকা।
একা একাই স্বপ্নে দেখা,
সুখস্বপ্ন একেই বলে,
দেখতে পেলাম অধম ছাড়া–
সংসারও স্বচ্ছন্দে চলে!

৮ আগস্ট ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

অন্তরে যার গেরস্থালি

[কমল প্রিয়বরেষু]

অন্তরে যার গেরস্থালি, সে কোন্ ছলে পালিয়ে থাকে?
জঙ্গলে যায়, কমণ্ডুলু হাতে—আমায় বুঝিয়ে রাখে
এসব পথে কষ্ট ভীষণ, লোভহীনতার মোরচা দাখিল
করতে হবে, সরলমতি দুই দরজার একপাশে খিল।
এইভাবে বন্ধনে যাবে, রন্ধনে তার কারুকার্য
দেখেই, সবুজ, মূর্ছা গেলে প্রেমের পাথর পরিহার্য!
করেছো যা করতে হবেই, ঘর ছাড়ানোর মন্ত্র কানে
সরলে দাও গরল, দেখো স্মৃতি তো পশ্চাতে টানেই।
লণ্ডভণ্ড করো না, যা আশিরনখই খণ্ড আছে—
ঘাসের মধ্যে জল ছুটেছে, থামবে গিয়ে নদীর কাছে।

৮ আগস্ট ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

ছেলেবেলার শব্দ, তুমি

ছেলেবেলার শব্দ, তুমি আমার দিকে তাকালে না
বন্ধু–হাত বাড়ালে না
ছেলেবেলার শব্দ, তুমি আমার দিকে তাকালে না।

তাকালে যার মুখচ্ছিরি, অনেকটা ঠিক বাঘের মতন
মূর্তিখানি, ভাঙা প্রতন!
ছেলেবেলার শব্দ, তুমি আমার দিকে তাকালে না;

প্রেমের হাত বাড়ালে না
তখন ছিলে আড়ালে না!
ছেলেবেলার শব্দ, তুমি আমার দিকে তাকালে না।

BANGLADARSHAN.COM

বাগান আমার নয়

ফুলের বদলে রেখে গেছে বুড়ো পাতা–
এ-বাগানখানি কখনো আমার নয়।
ভাঙা বেড়া, ঘাস হাঁটুর সমান উঁচু
চারিদিকে, দ্যাখো, ছড়ানো অনিশ্চয়!

অথচ আমার বাগান করার সাথে
পর্যুদস্ত হয়েছিলো পড়োশিরা।
তাদের গাছের ছেঁটে দেওয়া ডালপালা
তুলে নিয়ে বুকে, বলেছি, আসল হীরা!

সেই হীরা নেই ফলদ তারার মতো,
বাগানের প্রতি কোণেই অমার্জনা।
শুধু অবহেলা পাতায় ধুলোর দাগ
মর্মান্তিক, হাসি নেই এককণা।

BANGLADARSHAN.COM

দেখতে হবে গোলাপ

আমি একটি সরল সুতোয় মালা গাঁথবো ভেবেছিলাম
কিন্তু, সুতো বস্তা পচা!
অতএব যা করতে হলো–গিঁঠে-গাঁঠে,
ফুলগুলি সব একই স্থানে রইলো ব্যাকুল,
মধ্যমণি হয়তো গোলাপ প্রস্ফুটিত,
একার হাতে যতেক সেনা জবুস্থবু–
ডাইনে বাঁয়ে আসতে তারা পারছে না আর।
অমনি থাকুক। মালায় জমুক বিশেষত্ব
সরল সুতোয় জব্দ মালার বিশেষত্ব
এতেই হবে। এতেই সবার দিন ফুরাবে
শুধু গোলাপ, ফঙ্গবেনে, না ঝরে যায়
দেখতে হবে। দেখতে হবেই।

৯ আগস্ট ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

একটি উনুন নিভলে পরে

একটি উনুন নিভলে পরে, অন্যটিতে আগুন
দিতেই হবে, যদি জীবন মানো।
একটি ফোটা তারার থেকে আকাশে সবখানে
ছড়িয়ে পড়ে আলোর অভিমান!
দুটি তারার মধ্যিখানা ঘুমের অন্ধকারে
প্রাণের ইশারাতে,
শূন্যতার মহাশ্মশান জেগেছে বারে বারে
তমোঘ্ন এই রাতে।

BANGLADARSHAN.COM

বাগানের দুটি গাছ

বাগানের দুটি গাছ দুরকম ব্যবহার করে।
একজন কাছে ডাকে, অন্যজন, বলে, যাও দূর–
একজন ক্রুদ্ধকণ্ঠ, অন্যজন আপ্লুত মধুর,
ডালপালা ফুল ফল বাগানের বুকে ঝরে পড়ে,
বাগানের দুটি গাছ দুরকম ব্যবহার করে।
ব্যবহৃত হতে-হতে মানুষ বেসেছে গাছ ভালো,
একপ্রান্তে পড়ে আছে আলো, ও প্রান্তে আছে কালো–
ব্যবহৃত হতে-হতে মানুষ বেসেছে গাছ ভালো।

BANGLADARSHAN.COM

এখনো আসেনি কোনো চিঠি

কমলার দেরি আছে।

ছুরি কাঁটা পনীর মাখন
একবাটি গরম স্যুপ, কাঁচা লঙ্কা, মরিচ, লবণ–
পিরিচের টোস্ট কামড়ে কাঠগন্ধ ছড়াই ইন্দ্রিয়ে।

কাবলীকলার মতো বেড়ালকুণ্ডলী
পাপোশে।
অসহ্য শীত ভাঙতে আসে মংপুর বাংলোয়
জানালা গড়িয়ে রোদ, কাপড়ের মতো
কেলানো,
স্কোয়াশ ফল বারান্দার পাশে।

কমলার দেরি আছে।
অন্তত দু হপ্তা বাদে হলুদবরণ–
টেবিলে পা দেবে।
কমলার দেরি আছে–
এখনো আসেনি কোনো
চিঠি।

১৯ জুলাই ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

তখনো রিয়াংখোলা থেকে

ওকছাল, পুরনো ঘা-থেকে-ওঠা মামড়ির মতন
ফুলে আছে।
রিয়াংখোলার জলো মেঘটুকরো ওকের মাথায়।
এখানে-ওখানে চষা চীনে-তুলসি, ধাপ-প্লানটেশন
লাতপাঞ্চারের।
মানুষ এখানে
হিম পরিবেশে, চাপে একত্র হবার জন্যে আসে।
টিলা থেকে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার
ভুবনভোলানো মূর্তি!
পিঁচুটি জড়িয়ে থাকা কমলাফলের মুখে
এরকমই আশ্চর্য কাঞ্চন
লেগে আছে।
সরল সহিষ্ণু মুখ
পৃথিবীর কীর্তি ভেজালের স্বাদ না পেয়েই ঝরে যাবে
নিজের রসের মতো দামি থেকে
কোনো একদিন।
তখনো রিয়াংখোলা থেকে মেঘ ওকের মাথায়
জায়গা করে নেবে
সিঙ্কোনের ডাল ভরে থেকে যাবে মাকড়সার
ছন্দ, তন্তুজাল।

১১ নভেম্বর ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

এইখানে, আলস্য বোঝাই গাড়ি

ইউক্যালিপটাস ফুল শালিনী নদীর পাশে রোদ্দুর ঝলমল
হৃদয়ে শীতের মধু থেকে অন্নপূর্ণার মতন
সেই আকর্ষক ফুলে পতঙ্গ বসেছে।
আরো বেশি আকর্ষক প্রজাপতিদের আনাগোনা
মানুষের মূল কাঠ, তার তৈরি কাটুমকুটুম থেকে শ্রেয়তর কিনা
এই নিয়ে ধাঁধা লেগে গেছে আজ—এইখানে এসে
পাউডারপাফের শীতে, বেড়াল থাবার মতো শীতে
এইখানে কিছু লোক রীতিমতো কাজ করবার গুবরেপোকা মাকড়ের
হেতুক ব্যস্ততা নিয়ে এসে গেছে
মনে ঠিক রোদ্দুর পুইবার মতো কাঁথা আলোয়ান নেই বটে
গিরগিটির স্মৃতি আছে একটুকরো খড়ের মতন চালের বাতায়
লেগেছে রাতের জল এখানে-ওখানে
শুকোবার রোদ আছে জেনে বেশ এলোমেলো আছে
গাড়ির চাকার ধুলো গড়াতে-গড়াতে নেমে আসে
এইখানে, আলস্য বোঝাই গাড়ি
খোয়াই, তালগাছ।

১৭ নভেম্বর ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

জন্মদিনে

শিশিরভেজা শুকনো খড় শিকড়বাকড় টানছে
মিছুবাড়ির জানলাদোর ভিতের দিকে টানছে
প্রশাখাছাড় হৃদয় আজ মূলের দিকে টানছে

ভালোছিলুম দীর্ঘদিন আলোক ছিলো তৃষ্ণা
শ্বেতবিধুর পাথর কুঁদে গড়েছিলুম কৃষ্ণা
নিরবয়ব মূর্তি তার, নদীর কোলে জলা পাহাড়...
বনতলের মাটির ঘরে জাতক ধান ভানছে
শুভশাঁখের আওয়াজ মেখে জাতক ধান ভানছে
করুণাময় ঊষার কোলে জাতক ধান ভানছে
অপরিসীম দুঃখসুখ ফিরিয়েছিলো নদীর মুখ
প্রসারণের উদাসীনতা কোথাও বসে কাঁদছে
প্রশাখাছাড় হৃদয় আজ মূলের দিকে টানছে।

২৬ নভেম্বর ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিধ্বনি, তাও দরজা ভাঙে

নদীখাতে এলোমেলো জল
একধারে হেলে পড়ে আছে
গত বছরের বজ্রসেতু

পাহাড়ি নদীর বাহুবল
বালুতলে লুকিয়ে রয়েছে
শীতের সন্ত্রস্ত সাপঘুমে

রোদ সেই নদীকে জাগাবে
জলকাঁটা উষ্ণ করতলে
বাঁশের কভারে হিংস্রচোখ

সীতানদী বাংলোর জঙ্গলে
দ্বিতীয়া চাঁদের খুরপি খোঁড়ে
অসহ্য সুন্দর ভয়ঙ্কর

BANGLADARSHAN.COM

পাতার উপরে হাঁটে পোকা
প্রতিধ্বনি তার দরজা ভাঙে
মাঝরাতে মানুষের খেদ

কন্দে মূলে নখর বসেছে
বুনো ও মানুষে কাড়াকাড়ি
প্রতিধ্বনি, তাও দরজা ভাঙে।

১৭ নভেম্বর ১৯৮৩

স্মারক

দুই বুড়ো সিলভার ওক কানে পরামর্শ করে–
সামনে পর্চ, কেদারায় বসে আছে ঘুমন্ত স্মারক
মানুষের! চোখে কানে জিবে ও গহ্বরে পিঁপড়ে গিয়ে
যা কিছু জীবিত নয়, মৃত মাংস, দাঁতে কামড়ে ধরে।

সক্রিয়তা বেড়ে যায় মৃতের অন্তরে...
গোলপোস্টসুদ্দু মাঠ পড়ে থাকে খিলাড়িবিহীন।
ব্যর্থ ও নিষ্কর্মা বাঁশিঅলা শুধু কালহরণের
তালে থাকে, সন্ধে হয়, খেলার মতন মরে দিন।

দিন মরে দিয়ে সন্ধ্যা, ধারাবাহিকতা নাম্নী রাত
তারপর, কী তৎপরতা বেড়ে যায় গৃহস্থ আলোর!
ততক্ষণে পুব উঠোন হয়ে ওঠে জঞ্জালবিহীন,
মেঘশূন্য আবহাওয়ার মধ্যে মাগে গৈরিক প্রপাত–
দিন এলে। দেখা যায় মহাশূন্যতার মধ্যে এক
অর্ধশত বর্ণোচ্ছ্বাস বেঁচে আছে, স্মারক হয়েছে!

BANGLADARSHAN.COM

তমোঘ্ন

বালিকাটির দেহে ফিরলো তমোঘ্ন রূপ

প্রদীপগুলো জ্বলে উঠলো, কাঁথায় আগুন
লাগলো যেন ঘুসঘুসে জ্বর রাতের মধ্যে
বালিকাটির অঙ্গে ছিলো কাপড় মোড়া
বালিকার ভ্রূভঙ্গে ছিলো আধেক খোঁড়া
অর্ধখানি বাকি রাখার প্রগল্‌ভতা

বালিকাটি হঠাৎ যেন উড়তে শেখে
পোড়ার মতন পুড়তে শেখে
বালিকাটির দেহে ফিরলে তমোঘ্ন রূপ!

BANGLADARSHAN.COM

শিশুকালের তৃষ্ণা

তার পরনে ছেঁড়া জামা। মধ্যে থেকে
দু-মুঠো বাজবরণ লতার মতন পাংশু
স্তনের বোঁটা বেরিয়ে আছে শিশুর জন্যে
শিশু তো নয়, নাছোড়বান্দা পুরুষ, খোঁড়া।
হয়তো তাকে জন্ম দিয়েই মা মরেছে
কাঁটার ওপর গা ঘষটে এই আজ ধরেছে
মায়ের বোঁটা
মেঘ না ডাকলে ছাড়বে না—এই পণ করেছে
শিশুকালের তৃষ্ণা করুক প্রাণহরণ।

BANGLADARSHAN.COM

এখনো আসেনি

এখনো আসেনি চিঠি মিঠির
পর্দার জঙ্গলে খেলা করে
টিকটিকি এবং আরশোলা
এখনো আসেনি চিঠি
মিঠির
ডিঙিয়ে লাফিয়ে প্রাণ বাঁচায়
সম্মোহক টিকটিকি শব্দহীন
পায়ে চলে এদিকে-ওদিকে
শিকারের সম্ভাবনা ফিকে
এখনো আসেনি চিঠি
মিঠির।
ভোজ্য সব টেবিলে ছড়ায়
বর্গীর বাতাসে ওড়ে ধুলো
ফোলানো-ফাঁপানো চুলগুলো
মিঠির বিহ্বল চুলগুলো!

BANGLADARSHAN.COM

ঘুমঘোরে

স্পষ্ট মনে আছে কুর্তা পরে
নিদ্রাতুর শুতে গিয়েছিলো
মাঝরাতে উঠে ঘুমঘোরে
বলে উঠেছিলো, কুর্তা কই?
মশারির আয়তক্ষেত্রের
চতুর্দিক হাতড়ে খুঁজে ফিরে
ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ে ঠেকেছে
–রক্তের লবণ, নদীতীরে!

ভোরে উঠে দেখেছে প্রথমে
দেহের নানান স্থানে ক্ষত
নখের আঁচড়ে ক্রমে ক্রমে
পাথর হয়েছে মনোমতো।
গাছ কি শিকড় থেকে দামি–
সমাধানে নেমে গেছি আমি।

BANGLADARSHAN.COM

সৃষ্টির অখণ্ড অবসরে

সৃষ্টির অখণ্ড অবসরে
ভিখারি নদীর মতো চড়া
কোষা ও কুষিতে জল নড়ে
সৃষ্টির অখণ্ড অবসরে।
বৃষ্টি হলে ঠিকই নামতো ঢল
বসতি ভাসাতো নোনা জলে
কিছুকিছু বিপর্যয় হতো
কিছু হতো, যা হবার নয়,
শরীরের খেদ যেতো গলে
মড়কের মধ্যে ডুব-সাঁতার
মৃত্যুর কার্পণ্য কোলাহলে
দেখি, আদিগঙ্গাও পাথার।

BANGLADARSHAN.COM

ফিরে এলাম

ফিরে এলাম ঘরে যখন ক্ষণেক পরে
তখন তিনটি টিনের চেয়ার টেবিল ঘিরে
মর্চেপড়া টিনের চেয়ার টেবিল ঘিরে
খালি বোতল, তালাচাবির ত্র্যহস্পর্শে
ছাইদানিতে মুচড়ে দেওয়া শাদা কাঠি
কাচের গেলাস উলটে রাখা, সেই শেফালি
সকালের সুগন্ধ শোভা খুইয়ে কেমন
জল-ভেজানো মুড়কি-মুড়ির মতন ক্লেশে
পিরিচে গা এলিয়ে আছে, ফিরে এলাম
ফিরে এলাম একা এবং একটি ঘরে...
চতুর্দোলায় ছলকে যেতে মনে পড়ে,
মনে পড়ে?
ফিরে এলাম একা একটি ঘরেই।

২১ জুলাই ১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

মানুষটা

একটি পথের পাশে আমি দাঁড়িয়েছিলাম
দাঁড়িয়ে দেখছিলাম মানুষ ঢেউ-এর মতো
ইতস্তত কিছু মানুষ বাঁশের খুঁটি
অপরিসীম কেঁদেছে কাল
পেঁচা, এবং ছুঁচোর গানে পিছলে সকাল
কেঁদেছে কাল
অপরিসীম কেঁদেছে কাল।

মানুষটা তো বাঘের মতন ঘর করেছে
দালানকোঠা আটচালাতে কোথাও ফাঁকি
দেয়নি, ব'লেই ঘর করেছে
এখন কিছু তেতোর লোভে বাহিরজিহ্ব!
মানুষটা তো মানুষ বটেই, ঘোরো মানুষ
ফড়িং তো নয়, ঘাসের পাতায় মিশিয়ে দেবে
রাগরহস্য, দুঃখ ও ক্ষোভ নির্বিবাদে
মানুষটা তো মানুষ বটেই!

BANGLADARSHAN.COM

বিমানবন্দরে বিদায়

দুই কিশোরীর এই হাসি এই কান্না মুখের
ধরা পড়ছে বৃদ্ধ চোখে
কঠোর দুটি পক্ষে ফাটে জল-দোপাটি
নিমন্ত্রণের সীমান্তে খেদ...বিদায় বিদায়।

মাঝখানে এক স্বচ্ছ কাচের পাঁচিল আড়াল
যাচ্ছে এবং যাচ্ছেনাদের মধ্যে খাঁড়ার
মতন অনিবার্য কাটা বাংলা ভাষা
এপারে ধড় ওপার মুণ্ডু যাওয়া-আসার!

স্মৃতির মধুচাক দুখানির একটি রেখে
অন্যটিকে বিমানবোঝাই আনতে হলো
এককোষা খাই, দুঃখে ফেরাই মধুর ভাণ্ড
মোমের স্তম্ভ স্বপ্নে হলো কষ্টিপাথর
—যাচাই করতে আসল এবং নকল সোনায়
বিমান থেকে যা ফেলে যাই, সব দেখা যায়
অন্তত যা শুধুই দৃশ্য!

BANGLADARSHAN.COM

ফুলের মতো ছেঁড়া

দোকানপাটে বিক্রি-হাওয়া ফুলের মতো ছেঁড়া
কিছু মানুষ পথের উপর চলছিলো ফিরছিলো–
কখনো হেঁটে কখনো ছুটে থেমে-স্থগিত হয়ে,
কিছু মানুষ বাসনাভাসি হাওয়ায় দুলছিলো।

কেউ এখন সহজ নয়, বুদ্‌বুদের মতন
কিনার ছেঁচে থাকছে বেঁচে ডাকাতে-মোরাটিতে
কোনক্রমে, যেভাবে পারে, কপট এই শীতে।
তেমন রক্ষাকবচ পশম কারোর গায়ে নেই!

শুরু যখন করেছে, শেষ হতেই হবে তাকে
মাছের আঁশ ও বাহুপাশ, খেলনা সাতপাকে
বাঁধন বুঝি বাঁধন নয়, কাঁদছে জীবনভর
দোকানপাটে বিক্রি-হওয়া ফুলের মতো ছেঁড়া।

BANGLADARSHAN.COM

দিন এসে গেছে

চর জেগে উঠেছে গঙ্গার
পটভূমি তিনপাহাড়
পাকা টমাটোর মতো পশ্চিমের সূর্যের
চর ছুঁয়ে ডুবে যাওয়া!
পাখিরা রয়েছে
এখনো চরের বালি উত্তপ্ত রেখেছে
কোলাহল
সবুজ গমের পাশে মুথা ঘাস রয়েছে সজাগ
মোষের সাঁতার কেন চরের উদ্দেশে?
সে-কারণ স্বচ্ছ, স্পষ্ট বিজলির আলোর মতন
গঙ্গাভাঙ্গনেও।
সুন্দর বাংলোর ঘরে মানুষ এসেছে
একটি শিশুর হাতে পড়ে গেছে কুকুরের শিশু
যাবতীয়
ভালোবাসা আদরের দিন এসে গেছে।

২৫ জানুয়ারি ১৯৮৪

BANGLADARSHAN.COM

চারশ বছর প্রাচীনতা

কতকালের প্রবীণতা, হাজার ঝুরিমূলের হাতে তুলে দিলে
লুকিয়ে ফেললে জরার আঘাত, পেঁচার কোটর,
লুকিয়ে ফেললে চারশ বছর প্রাচীনতার
নবীনমূর্তি, ঝুরিমূলের উপঢৌকন।
গাঙ্গেয় দুধ সাপটে শিশুর মতন ধরলে
বেঁচে থাকলে, বেঁচেই থাকলে–
ঘুমের মধ্যে ঝুরি নামলো সারসের পা
জনসভায় স্মৃতিপাষাণ দাঁড়িয়ে রইলে
হাজার বছর অগ্রবর্তী দাঁড়িয়ে রইলে
সময় গঙ্গাজলের মতন কূলপ্লাবী
বাতাস গঙ্গাজলের মতন কূলপ্লাবী
দাঁড়িয়ে রইল–
বটদেবতা, পূজা ও পাট পাবার জন্যে,
মানুষ তোমার সামনে হলো নতমস্তক।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥